।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ ।।

।। অথ দশমোঽধ্যায়ঃ ।।

পূর্ব অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গুপ্ত রাজবিদ্যার বর্ণনা করেছেন, যা' অবশ্যই কল্যাণকর। বর্তমান অধ্যায়ে তিনি বলছেন যে, মহাবাহু অর্জুন! আমার পরম রহস্যপূর্ণ বাণী পুনরায় শোন। এখানে দ্বিতীয়বার সেই বিষয়েই বলার কি প্রয়োজন? বস্তুতঃ সাধকের সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা থাকে। যেমন যেমন সাধক স্বরূপের দিকে এগিয়ে যান, তেমন তেমন প্রকৃতির আবরণ সূক্ষ্ম হয়ে আসে, নতুন-নতুন দৃশ্য দেখা যায়। সেই সব সম্বন্ধে মহাপুরুষ জানিয়ে দেন। সাধক জানেন না। যদি মহাপুরুষ মার্গদর্শন করা বন্ধ করে দেন, তাহলে সাধক স্বরূপের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হবেন। যতক্ষণ সাধক স্বরূপ থেকে দূরে অবস্থান করেন, ততক্ষণ একথা প্রমাণিত যে, প্রকৃতির কোন না কোন আবরণ এখনও বিদ্যমান, সেইজন্য স্খলন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্জুন শরণাগত শিষ্য ছিলেন, তিনি বলেছিলেন- '**শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্**।'- ভগবন্! আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। অতএব তাঁর হিতকামনায় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন–

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া।। ১।।

মহাবাহু অর্জুন! আমার পরম প্রভাবপূর্ণ বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর, যা' আমি অতিশয় অনুরাগী তোমার হিতকামনায় বলব।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ।। ২।।

অর্জুন ! আমার উৎপত্তি সম্বন্ধে দেবতা অথবা মহর্ষিগণ কেউই অবগত নন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, **'জন্মকর্ম চ মে দিব্যং'**- আমার সেই জন্ম এবং কর্ম অলৌকিক অর্থাৎ এই চর্মচক্ষুর দ্বারা তা' দেখা অসম্ভব। সেইজন্য আমার আবির্ভাব সম্বন্ধে দেবতা ও মহর্ষি স্তরের পুরুষগণ অবগত নন। আমি সর্বপ্রকার দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ।

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৩।।

যিনি অজন্মা, অনাদি আমাকে, সমস্ত লোকের মহান্ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে জানতে পারেন, মরণধর্মা মনুষ্যমধ্যে সেই পুরুষ জ্ঞানবান্– অর্থাৎ অজ, অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বরকে উত্তমরূপে জানা জ্ঞান এবং এইরূপ যিনি জানেন, তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন, তাঁর পুনর্জন্ম হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, এই যে উপলব্ধি তা'ও আমারই কৃপা।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ।।৪।।

অর্জুন ! নিশ্চযাত্মিকা বুদ্ধি, সাক্ষাৎকারসহিত জ্ঞান, লক্ষ্যের প্রতি বিবেকপূর্বক প্রবৃত্তি, ক্ষমা, শাশ্বত সত্য, ইন্দ্রিয়সমূহের দমন, মনের শমন, অন্তঃকরণের প্রসন্নতা, চিন্তন-পথের কষ্ট, পরমাত্মার জাগৃতি, স্বরূপের প্রাপ্তিকালে সর্বস্বের লয়, ইষ্টের প্রতি অনুশাসনাত্মক ভয এবং প্রকৃতি থেকে নির্ভয়তা এবং–

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ।।৫।।

অহিংসা অর্থাৎ নিজ আত্মাকে অধোগতিতে যেতে না দেওয়ার আচরণ, সমতা অর্থাৎ যাঁর মধ্যে বৈষম্যভাব থাকে না, সন্তোষ, তপ অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে লক্ষ্যের অনুরূপ তৈরী করা, দান অর্থাৎ সর্বস্বের সমর্পণ, ভগবৎপথে মান-অপমান সহ্য করা– এইরূপ প্রাণীগণের উপর্যুক্ত ভাব আমার থেকেই সম্পাদিত হয়। এইসকল ভাব দৈবী চিন্তন-পদ্ধতির লক্ষণ। এই সকলের অভাবকেই 'আসুরী সম্পদ্' বলে।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ।। ৬।।

সপ্তর্ষি অর্থাৎ যোগের সাতটি ক্রমিক ভূমিকা (শুভেচ্ছা, সুবিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবনা ও তুর্যগা) এবং এদের অনুরূপ অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার), তার অনুরূপ মন যা' আমার ভাব-এ ভাবিত এই সকল আমার সঙ্কল্পদ্বারা (আমার প্রাপ্তির সংকল্প থেকে এবং যা' আমার প্রেরণা থেকেই উৎপন্ন হয়, উভয়েই একে অন্যের পূরক) উৎপন্ন হয়। এই সংসারে এই সমস্ত (সম্পূর্ণ দৈবী সম্পদ্) এদেরই প্রজা; কারণ সপ্ত ভূমিকার সঞ্চারে 'দৈবী সম্পদ্' ভিন্ন অন্য কিছু নেই।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।। ৭।।

যে পুরুষ যোগকে ও আমার উপর্যুক্ত বিভূতি সকলকে সাছাৎকারসহিত জানেন, সে স্থির ধ্যানযোগের মাধ্যমে আমাতে একীভাবে স্থিত হন। এতে কোন সন্দেহ নেই। বায়ুশূণ্য স্থানে যেরূপ প্রদীপের শিখা অকম্পিত হয়, যোগীর বিজিত চিত্তেও এই পরিভাষা। প্রস্তুত শ্লোকে 'অবিকম্পেন' শব্দটির অভিপ্রায় এই।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।। ৮।।

সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ আমি। আমার দ্বারাই জগৎ গতিমান। এইরূপ জেনে বিবেকীজণ শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক নিরন্তর আমারই ভজনা করেন। তাৎপর্য এই যে, যোগীদ্বারা আমার অনুরূপ যে প্রবৃত্তি হয, তাকে আমি করি। তা' আমারই কৃপা। (কিরূপে? এই সম্বন্ধে পূর্বে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে) কিরূপে তাঁরা নিরন্তর ভজন করেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।। ৯।।

অন্য কাউকে স্থান না দিয়ে নিরন্তর আমাতেই চিত্ত সংযোগ করেন, আমাকে প্রাণ অর্পণ করেছেন যাঁরা, তাঁরা সর্বদা পরস্পরের মধ্যে আমার প্রক্রিয়াগুলি বোধ করেন। আমার গুণগান করেই সন্তুষ্ট হন এবং নিরন্তর আমাতেই রমণ করেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।। ১০।।

নিরন্তর আমার ধ্যানে মগ্ন এবং প্রেমপূর্বক ভজনা করেন যাঁরা, আমি তাঁদের সেই বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ যোগে প্রবেশ করতে যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয় সেই বুদ্ধি প্রদান করি, যে বুদ্ধিদ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করেন। অর্থাৎ যোগের জাগৃতি ঈশ্বরের কৃপা। সেই অব্যক্ত পুরুষ, 'মহাপুরুষ' কিরূপে যোগে প্রবেশের বুদ্ধি প্রদান করেন?—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।। ১১।।

তাঁদের উপর পূর্ণ অনুগ্রহ করবার জন্য আমি তাঁদের আত্মাতে একীভাবে স্থিত হয়ে, রথী হয়ে অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন অন্ধকার জ্ঞানরূপ প্রদীপদ্বারা প্রকাশিত করে নষ্ট করি। বস্তুতঃ স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীদ্বারা যতক্ষণ সেই পরমাত্মা আপনার আত্মাতে জাগ্রত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে সঞ্চালন না করেন, আদেশ-নির্দেশ না দেন, এই প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে স্বয়ং এগিয়ে না দেন, ততক্ষণ প্রকৃতপক্ষে যথার্থ ভজনের আরম্ভই হয় না। সকলদিক্ থেকে ভগবান কথা বলেন; কিন্তু আরম্ভে তিনি স্বরূপস্থ মহাপুরুষের মাধ্যমেই কথা বলেন। যদি এইরূপ মহাপুরুষের সান্নিধ্য আপনার না হয়ে থাকে, তবে তার কথা স্পষ্ট হবে না।

ইষ্ট, সদ্গুরু অথবা পরমাত্মার রথী হওয়া একই কথা। সাধকের আত্মায় জাগ্রত হলে তাঁর নির্দেশ চারভাবে পাওয়া যায়। প্রথমে স্থূলসুরা-সম্বন্ধী অনুভব হয়। আপনি যখন আরাধনায় বসবেন, তখন আপনার মন কতটা তাতে নিযুক্ত? কখন আরাধনায় মগ্ন হয়? কখন মন আরাধনা করতে চায় না?— প্রতি সেকেণ্ডে-মিনিটে ইষ্ট এর সঙ্কেত দেন অঙ্গ-স্পন্দনের মাধ্যমে। অঙ্গ-স্পন্দনকে স্থূলসুরা-সম্বন্ধী অনুভব বলে, যা' প্রতি সেকেণ্ডে দু-চার স্থানে একসঙ্গে অনুভব হয় এবং সাধনাতে ব্যবধান উৎপন্ন হলে প্রতি মিনিটে তার অনুভব হয়। এই সঙ্কেত তখনই পাওয়া

যাবে যখন ইষ্টের স্বরূপ আপনি অনন্যভাবে হৃদয়ে ধারণ করবেন অন্যথা সাধারণ জীবের মধ্যে সংস্কারের সংঘর্ষের ফলস্বরূপ অঙ্গ-স্পন্দন হয়েই থাকে, সেসবের ইষ্ট নির্দেশে সঙ্গ কোন সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয় হল স্বপ্নসুরা-সম্বন্ধী অনুভব। সাধারণ মানুষ যা'স্বপ্ন দেখে তা বাসনাজনিত; কিন্তু যদি আপনি ইষ্টকে হৃদয়ে ধারণ করেন, তাহলে এই স্বপ্নও নির্দেশে পরিবর্তিত হবে। যোগী স্বপ্ন দেখেন না, ভবিষ্যৎ দেখেন।

উপর্যুক্ত দুটি অনুভবই প্রারম্ভিক, যে কোন তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের সান্নিধ্যে, মনে শুধু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভাব থাকলে, তাঁর একটু-আধটু সেবা করে থাকলেও এই অনুভব জাগ্রত হয়; কিন্তু এই দুটি অনুভবের থেকেও সূক্ষ্ম শেষ দুটি অনুভব ক্রিযাত্মক, যা' ক্রিযার পথে চলেই গোচরীভূত হয়।

তৃতীয় অনুভব সুষুপ্তি সুরা-সম্বন্ধী। সংসারে প্রত্যেক জীব অচৈতন্য অবস্থাতে পড়ে আছে। মোহনিশায় সকলেই অচৈতন্য। রাত-দিন যা' করে সমস্তটাই স্বপ্ন। এখানে সুষুপ্তির শুদ্ধ অর্থ এই যে, যখন পরমাত্মার চিন্তনের এইরূপ শৃঙ্খলা উপস্থিত হয় যে মন একদম স্থির হয়ে যায়, দেহটা জেগে থাকে, কিন্তু মন সুপ্ত অবস্থাতে থাকে। এইরূপ অবস্থাতে ইষ্টদেব আবার সঙ্কেত দেন। যোগের অবস্থার অনুরূপ একটা রূপক (দৃশ্য) দেখা দেয়, যা সঠিক দিক্ প্রদান করে, ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত করিয়ে দেয়। পূজ্য মহারাজজী বলতেন, "যেরূপ ডাক্তার অচৈতন্য অবস্থার ওষুধ দিয়ে, উচিত চিকিৎসা করে চেতনা ফিরিয়ে আনে, সেইরূপ ভগবানও বলে দেন।"

চতুর্থ অনুভব হল সমসুরা-সম্বন্ধী। যার মধ্যে আপনি ধ্যান কেন্দ্রিত করেছিলেন, সেই পরমাত্মাতে সমতা লাভ হলে। তারপর ওঠা-বসা, চলাফেরা করা, সবসময় সর্বত্র থেকে অনুভূতি হতে থাকে। এইরূপ যোগী ত্রিকালজ্ঞ হন। এই অনুভব ত্রিকালাতীত অব্যক্ত স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষ আত্মাতে জাগ্রত হয়ে অজ্ঞানজনিত অন্ধকারকে জ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা নষ্ট করেন। এই প্রসঙ্গে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্।। ১২।।

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।।১৩।।

ভগবন্! আপনি পরমব্রহ্ম, পরমধাম এবং পরম পবিত্র; কারণ আপনাকে সমস্ত ঋষিগণ সনাতন, দিব্যপুরুষ, দেবতাদেরও আদিদেব, অজন্মা এবং সর্বব্যাপী বলেন। পরমপুরুষ, পরমধামেরই পর্যায় দিব্যপুরুষ, অজন্মা ইত্যাদি শব্দ। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস এবং স্বয়ং আপনি আমাকে তাই বলেছেন। অর্থাৎ পূর্বে পূর্বকালীন মহর্ষিগণ বলেছেন, এখন বর্তমানে যাঁদের সঙ্গ উপলব্ধ– নারদ, দেবল, অসিত এবং ব্যাসদেবের নাম উল্লেখ করলেন, যাঁরা অর্জুনের সমকালীন ছিলেন (অর্জুন সৎপুরুষদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন) আপনিও তাই বলছেন। অতএব–

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।

ন হি তে ভগবন্ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ।।১৪।।

হে কেশব! আপনি আমাকে যা বলছেন, তা আমি সত্য বলে মনে করি। আপনার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে না দেবতাগণ না দানবগণই জানেন।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।।১৫।।

হে ভূতগণের সৃষ্টিকর্তা! হে ভূতগণের ঈশ্বর! হে দেবদেব! হে জগৎস্বামিন্! হে পুরুষমধ্যে উত্তম! আপনি স্বয়ং নিজেকে জানেন অথবা যাঁর আত্মায় জাগ্রত হয়ে আপনি জানিয়ে দেন, তিনিই জানেন। সেটাও নিজেকে নিজেই জানা হল। সেইজন্য–

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।।১৬।।

আপনিই আপনার ঐ দিব্য বিভূতিগুলির সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে, যৎসামান্যও বাকী না রেখে বলতে সক্ষম, যে যে বিভূতিদ্বারা আপনি এই লোকসমূহ ব্যাপ্ত করে স্থিত আছেন।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া।। ১৭।।

হে যোগিন্! (শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন) কিরূপে সতত আপনার চিন্তন করলে আমি আপনাকে জানতে পারব? হে ভগবন্! কোন কোন ভাবদ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব?

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্।। ১৮।।

হে জনার্দন! আপনার যোগশক্তি এবং যোগের বিভূতি সম্বন্ধে পুনরায় বিস্তৃতভাবে বলুন। সংক্ষেপে বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভেই বলেছেন, পুনরায় বলুন; কারণ অমৃত তত্ত্ব প্রদানকারী এই বচন শ্রবণ করে আমার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না।

রাম চরিত জে সুনত অঘাহীঁ। রস বিশেষ জানা তিন্হ নাহীঁ।।

(রামচরিতমানস, ৭/৫২/১)

যতক্ষণ প্রবেশলাভ না হয়, ততক্ষণ অমৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে জানার ব্যাকুলতা থেকেই যায়। প্রবেশের পূর্বেই যদি পথিক চিন্তা করেন যে, বহু জানা হয়েছে, তাহলে তিনি কিছুই জানতে পারেন নি। এতে প্রমাণ হয় যে, সেই ব্যক্তির পথ অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। সেইজন্য সাধককে সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইষ্টের নির্দেশ পালন করা উচিত এবং তা আচরণে পরিণত করা উচিত। অর্জুনের উক্ত জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।। ১৯।।

কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন! এখন আমি নিজের দিব্য বিভূতিসকল, তারমধ্যেও প্রধান-প্রধান বিভূতিসমূহ সম্বন্ধে তোমাকে বলব, কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই।

অহমাত্মা গুডাকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ।। ২০।।

অর্জুন ! আমিই সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত সকলের আত্মা এবং সমস্ত ভূতের আদি, মধ্য এবং অন্ত আমিই অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু এবং জীবনও আমি।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।

মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী।। ২১।।

অদিতির দ্বাদশ পুত্রমধ্যে আমি বিষ্ণু এবং জ্যোতিসমূহের মধ্যে আমি প্রকাশমান সূর্য। বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি নামক বায়ু এবং আমি নক্ষত্রসমূহের মধ্যে চন্দ্র।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।। ২২।।

বেদের মধ্যে আমি সামবেদ অর্থাৎ পূর্ণ সমত্ব প্রদানকারী গায়ন। দেবগণের মধ্যে আমি তাদের অধিপতি ইন্দ্র এবং ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে আমি মন; কারণ মন-নিগ্রহ হবার পরেই আমাকে জানা সম্ভব এবং প্রাণীদের মধ্যে আমি তাদের চেতনা।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।

বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্।। ২৩।।

আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর। শঙ্ক অরঃ স শঙ্করঃ অর্থাৎ সমস্ত শঙ্কা থেকে আমি মুক্ত। যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে আমি ধনের স্বামী কুবের। অষ্টবসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং শৃঙ্গযুক্ত পর্বতসকলের মধ্যে আমি সুমেরু অর্থাৎ সমস্ত শুভের মিলন আমি। সেটাই সর্বোপরি শৃঙ্গ, কোন পর্বত শৃঙ্গ নয়। বস্তুতঃ এই সমস্তই যোগ-সাধনার প্রতীক, যৌগিক শব্দ।

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।

সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ।। ২৪।।

যাঁরা পুর রক্ষা করেন সেই পুরোহিতগণের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, যার থেকে দৈবী সম্পদের সঞ্চার হয় এবং হে পার্থ! সেনাপতিগণের মধ্যে আমি স্বামী কার্তিকেয়। কর্মত্যাগকে কার্তিক বলে, যার আচরণ করলে চরাচরের সংহার, প্রলয় এবং ইষ্ট লাভ হয়। জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।। ২৫।।

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু এবং বাণীমধ্যে একাক্ষর ওঁকার, যা সেই ব্রহ্মের পরিচায়ক। যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ। যজ্ঞ পরম-এ স্থিতি প্রদানকারী আরাধনার বিধি-বিশেষের চিত্রণকে বলে। তার সারাংশ হল– স্বরূপের স্মরণ এবং নামজপ। দুটি বাণী পার করে নাম যখন যজ্ঞের শ্রেণীতে এসে পৌঁছায়, তখন বাণীদ্বারা জপ করা হয় না, চিন্তন অথবা কণ্ঠ থেকেও জপ করা হয় না, বরং তখন শ্বাসে জাগ্রত হয়ে যায়। স্মৃতিকে শ্বাসের সঙ্গ নিযোজন করে মন থেকে অবিরল চলতে হয় মাত্র। যজ্ঞের শ্রেণীভুক্ত নামের ওঠা-নামা শ্বাসের উপর নির্ভর করে। এটা ক্রিয়াত্মক। স্থাবর পদার্থসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়। শীতল, সম এবং অচল একমাত্র পরমাত্মা। যখন প্রলয় হয়েছিল, তখন মনু সেই শৃঙ্গেই বাঁধা পড়েছিলেন। অচল, সম এবং শান্ত ব্রহ্মের প্রলয় হয় না। আমি সেই ব্রহ্মের স্থিতি।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।। ২৬।।

সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ। অশ্বঃ– আগামীকালপর্যন্তও যার থাকা সম্বন্ধে স্থির করে বলা যায় না, এইরূপ '**উর্ধ্বমূলমধঃ শাখম্ অশ্বত্থ**'(১৫/১)- উর্ধ্বে পরমাত্মা যার মূল, নিম্নে প্রকৃতি যার শাখা, এইরূপ সংসারই বৃক্ষস্বরূপ, যাকে অশ্বত্থ বলা হয়েছে– সামান্য অশ্বত্থ বৃক্ষ নয় যে পূজা আরম্ভ করবেন। এই প্রসঙ্গেই বলছেন যে–তা' আমি এবং আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ। 'নাদস্য রন্ধ্রঃ স নারদঃ'। দৈবী সম্পদ এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে স্বরে যে ধ্বনি (নাদ) ওঠে তা' আয়ত্তে চলে আসে, এইরূপ জাগৃতি আমি। গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ অর্থাৎ গায়ন (চিন্তন) করার প্রবৃত্তিসমূহতে যখন স্বরূপ চিত্রিত হতে থাকে, সেই অবস্থা-বিশেষ আমি।

সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে আমি কপিলমুনি। 'কায়া'কেই কপিল বলে। এতে যখন একাগ্র হওয়া সম্ভব হয়, সেই ঈশ্বরীয় সঞ্চারের অবস্থা আমি।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্।।২৭।।

আমি অশ্বগণের মধ্যে অমৃত থেকে উৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব। সংসারের প্রত্যেকটি বস্তু বিনাশশীল। আত্মাই অজর-অমর, অমৃতস্বরূপ। এই অমৃতস্বরূপ থেকে যার সঞ্চার হয়, সেই অশ্ব আমি। অশ্বকে গতির প্রতীক বলা হয়। আত্মতত্ত্ব গ্রহণ করবার জন্য যখন মন সেই দিকে সচেষ্ট হয়, তখন একেই অশ্ব বলে। এইরূপ গতি আমি। হস্তিগণের মধ্যে আমি ঐরাবত নামক হস্তি। আমাকে মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলে জানবে। বস্তুতঃ মহাপুরুষই রাজা, যার অভাববোধ নেই।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ।। ২৮।।

আমি শস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র। গাভীদের মধ্যে কামধেনু। কামধেনু এমন কোন গাভী নয়, যে দুধের পরিবর্তে মনের মত ব্যঞ্জন পরিবেশন করে। ঋষিদের মধ্যে বশিষ্ঠের কাছে কামধেনু ছিল। বস্তুতঃ 'গো' ইন্দ্রিয়সমূহকে বলে। যে পুরুষগণ ইষ্টকে অনুকূল করতে সমর্থ হন, তাঁরাই ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করতে পারেন। যাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ ইষ্টের অনুরূপ স্থির হয়ে যায়, তাঁর জন্য তাঁরই ইন্দ্রিয়সমূহ 'কামধেনু' হয়ে যায়। তখন–

জো ইচ্ছা করিহউ মন মাহীঁ। হরি প্রসাদ কছু দুর্লভ নাহীঁ।।

(রামচরিতমানস, ৭/১১৩/৪)

তাঁর জন্য কিছু দুর্লভ হয় না। প্রজননকারীদের মধ্যে আমি নতুন স্থিতি প্রকট করি। 'প্রজনন' অর্থাৎ সন্তানোৎপাদন, চরাচর বিশ্বে রাত-দিন জন্ম হয়েই চলেছে, ইঁদুর-পিপীলিকা রাত-দিন জন্ম দিতে ব্যস্ত তা' নয়; বরং একধরণের পরিস্থিতি থেকে আর এক ধরণের পরিস্থিতি, এইরূপ বৃত্তিগুলির পরিবর্তন হয়, এই পরিবর্তনের স্বরূপ আমি। সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্।। ২৯।।

নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত অর্থাৎ শেষনাগ। বস্তুতঃ এটা কোন সর্প নয়। গীতাশাস্ত্রের সমকালীন পুস্তক শ্রীমদ্ভাগবতে এর রূপের বর্ণনা করা হয়েছে যে, পৃথিবী থেকে ত্রিশ হাজার যোজন দূরে পরমাত্মার বৈষ্ণবী শক্তি বিদ্যমান, যার মাথার উপরে এই পৃথিবী সরষের দানার মত ভারশূণ্য অবস্থাতে স্থিত। সে যুগে যোজনের মানদণ্ড যাই ছিল, তবুও এই দূরত্ব পর্যাপ্ত। বস্তুতঃ এটা আকর্ষণ-শক্তির চিত্রণ। বৈজ্ঞানিকগণ যাকে ইথর বলে স্বীকার করেছেন। গ্রহ-উপগ্রহ যাবতীয় জ্যোতিষ্ক এই শক্তির আধারেই টিকে আছে। সেই শূণ্যে গ্রহগুলি ভারশূণ্য অবস্থাতে স্থিত। সেই শক্তি সাপের কুণ্ডলীর মত সমস্ত গ্রহগুলিকে জড়িয়ে আছে। এই হল সেই অনন্ত, যার দ্বারা এই পৃথিবী ধৃত। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—এইরূপ ঈশ্বরীয় শক্তি আমি। জলচরগণের মধ্যে তাদের অধিপতি 'বরুণ' এবং পিতৃগণের মধ্যে 'অর্যমা' আমি। যম পাঁচ প্রকারের যেমন—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। এসমস্ত পালন করে চলার পথে যে বিকারগুলি বাধা দেয়, সেগুলি ছেদন করাই 'অরঃ'। বিকারগুলি শান্ত হলে পিতৃ অর্থাৎ ভূত-সংস্কার তৃপ্ত হয়, নিবৃত্তি প্রদান করে। শাসকগণের মধ্যে আমি যমরাজ অর্থাৎ উপর্যুক্ত পঞ্চযমের নিয়ামক।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।। ৩০।।

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ। (পর + আহ্লাদ— পরের জন্য আহ্লাদ) প্রেমই প্রহ্লাদ। আসুরী সম্পদ্‌যুক্ত ব্যক্তির মধ্যেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য আকুলি-বিকুলি আরম্ভ হয়, এর পরেই পরম প্রভুর দিগ্‌দর্শন হয়, এইরূপ প্রেমোল্লাস আমি। গণনাকারীদের মধ্যে আমি সময়। এক, দুই, তিন, চার এইরূপ গণনা অথবা ক্ষণ-দিন-পক্ষ-মাস ইত্যাদি নয় বরং ঈশ্বরের চিন্তনে যে সময়টুকু ব্যতীত হয়, সেই সময়টুকু আমি। এমনকি '**জাগত মে সুমিরণ করে, সোবত মে লব লায়।**' অনবরত চিন্তনে যে সময় সেই সময় আমি। পশুগণের মধ্যে মৃগরাজ (যোগী ও মৃ + গ অর্থাৎ যোগরূপী জঙ্গলে গমন করেন) এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়। জ্ঞানই গরুড়। যখন ঈশ্বরীয় অনুভূতি হয়, তখন এই মনই নিজ আরাধ্যদেবের বাহন হয়ে যায় এবং

যখন এই মনই সংশয়েযুক্ত থাকে, তখন 'সর্প' হয়ে দংশন করে, যোনির কারণ হয়। গরুড় বিষ্ণুর বাহন। যে সত্তা বিশ্বে অনুরূপে সঞ্চারিত, জ্ঞানসংযুক্ত মন তাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে, তার বাহক হয়ে যাক। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমি সেই মন, যে মন ইষ্টকে ধারণ করে।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।

ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী।। ৩১।।

যারা পবিত্র করে, তাদের মধ্যে আমি বায়ু। শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি রাম। **'রমন্তে যোগিনঃ যস্মিন্ স রামঃ'**। যোগী কার মধ্যে রমণ করেন? অনুভবে। ঈশ্বর ইষ্টরূপে যা' নির্দেশ দেন, যোগী তার মধ্যে রমণ করেন। সেই জাগৃতির নাম রাম এবং সেই জাগৃতি আমি। মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদীগুলির মধ্যে আমি গঙ্গা।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্।। ৩২।।

হে অর্জুন! সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত আমি। বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা। যা' আত্মার আধিপত্য প্রদান করে, সেই বিদ্যা আমি। সংসারে অধিকাংশ প্রাণী মায়ার আধিপত্যেই বাস করে। রাগ, দ্বেষ, কাল, কর্ম, স্বভাব এবং গুণসমূহদ্বারা প্রেরিত। এদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করে আত্মার আধিপত্য নিয়ে যায় যে বিদ্যা, তা আমি, যাকে অধ্যাত্ম বিদ্যা বলে। ব্রহ্মচর্চায় যে পরস্পর বাদ-বিবাদ হয়, তাতে যেটি নির্ণায়ক, এইরূপ বার্তা আমি। বাকী নির্ণয়গুলি তো অনির্ণীত থাকে।

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ।। ৩৩।।

আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অ'কার অর্থাৎ ওঁকার এবং সমাসসকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব নামক সমাস। সাধনার উন্নত অবস্থাতে মন যখন নিশ্চল হয়ে আসে তখন সাধক ইষ্টের সম্মুখীন হন। কোন ইচ্ছা বাকী থাকে না। এখানে স্বামী-সেবকের সংঘর্ষ রয়েছে; কিন্তু দ্বন্দ্বের এই অবস্থা ভগবানের কৃপা। আমি অক্ষয়কাল। কাল

সদা পরিবর্তনশীল; কিন্তু সেই সময়, যা' অক্ষয়, অজর, অমর পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদান করে, সেই অবস্থা আমি। বিরাট স্বরূপ অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত আমি সকলকে ধারণ-পোষণ করি।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।

কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্‌চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।। ৩৪।।

আমি সকলের নাশক মৃত্যু এবং আমি ভাবী উৎপত্তির কারণ। নারীগণের মধ্যে আমি যশ, শক্তি, বাকপটুতা, স্মৃতি, মেধা অর্থাৎ বুদ্ধি, ধৈর্য এবং ক্ষমা।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে—**"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।" (অধ্যায় ১৫, শ্লোক ১৬)**। পুরুষ দুই প্রকারের হয়, ক্ষয় এবং অক্ষর। সম্পূর্ণ ভূতাদিকের উৎপত্তি এবং বিনাশশীল এই দেহ ক্ষর পুরুষ। তাঁরা নর, নারী; পুরুষ অথবা স্ত্রী যা কিছু হোন, শ্রীকৃষ্ণের মতানুসারে তাঁরা সকলেই পুরুষ। দ্বিতীয় হল—অক্ষর পুরুষ যা' কুটস্থ চিত্তের স্থির অবস্থায় দৃষ্ট হয়। এই কারণেই এই যোগপথে নারী-পুরুষ সকলেই সমান স্থিতির মহাপুরুষ হয়েছেন। কিন্তু এখানে স্মৃতি, শক্তি, বুদ্ধি ইত্যাদি গুণ নারীদের বলা হয়েছে। এই সমস্ত সদ্‌গুণের প্রয়োজন কি পুরুষদের নেই? কোন পুরুষ শ্রীমান্, কীর্তিমান্, বক্তা, স্মরণশক্তিসম্পন্ন, মেধাবী, ধৈর্যবান্ এবং ক্ষমাবান্ হতে চান না? বৌদ্ধিক স্তরে দুর্বল ছেলেদের মধ্যে এই সকল গুণের বিকাশ করার জন্য মাতা-পিতা পড়াশোনার অতিরিক্ত ব্যবস্থা করে থাকেন। এখানে বলছেন এই গুণগুলি কেবল স্ত্রীজাতির মধ্যে পাওয়া যায়। অতএব আপনি বিচার করে দেখুন যে স্ত্রী কে? বস্তুতঃ আপনার হৃদয়ের প্রবৃত্তিই হল 'নারী'। তার মধ্যে এই সমস্ত গুণের সঞ্চার হওয়া দরকার। এই সমস্ত সদ্‌গুণ ধারণ করা স্ত্রীলিঙ্গ-পুলিঙ্গ সকলের জন্যেই উপযোগী। এই সমস্ত সদ্‌গুণ আমিই প্রদান করি।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ।। ৩৫।।

গায়নের যোগ্য শ্রুতিসমূহের মধ্যে আমি বৃহৎসাম অর্থাৎ বৃহৎ-এর সঙ্গে সংযুক্ত, সমত্ব প্রদানকারী গায়ন অর্থাৎ এইরূপ জাগৃতি আমি। ছন্দ সমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী ছন্দ। গায়ত্রী কোন মন্ত্র নয়, যা পাঠ করলে মুক্তিলাভ হয়, বরং এটা

একটা সমর্পণাত্মক ছন্দ। তিনবার বিচলিত হবার পর ঋষি বিশ্বমিত্র নিজেকে ইষ্টের প্রতি সমর্পিত করে বলেছিলেন–“**ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।**” অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ তিনলোকে তত্ত্বরূপে ব্যাপ্ত দেব! আপনিই বরেণ্য। এইরূপ বুদ্ধি দিন আমাকে, এইরূপ প্রেরণা প্রদান করুন, যাতে আমি লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারি। এটা একটা প্রার্থনা। সাধক নিজ বুদ্ধিদ্বারা যথার্থ নির্ণয় নিতে পারেন না যে, কখন তিনি ঠিক এবং কখন ভুল? তাঁর এইরূপ যে সমর্পিত প্রার্থনা, তা' আমি, যা' নিশ্চয় কল্যাণকর; কারণ তিনি আমার আশ্রিত। মাসগুলির মধ্যে শীর্ষস্থ মার্গ আমি এবং যার মধ্যে সদা প্রফুল্লতা বিদ্যমান, এইরূপ ঋতু, হৃদয়ের এইরূপ অবস্থাও আমি।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্।। ৩৬।।

তেজস্বী পুরুষগণের তেজ আমি। আমি অক্ষক্রীড়া মধ্যে ছলনাকারিগণের ছল। তাহলে তো ভাল, অক্ষক্রীড়াতে কল-বল-ছল করে গেলেই হয়, তাই যখন ভগবান্। না, এরূপ নয়। এই প্রকৃতিই একরকম জুয়া। এই প্রকৃতি ছলনাময়ী। এই প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রদর্শন ত্যাগ করে গুপ্তভাবে ভজন করে যাওয়াই ছল। এটা ছল না হওয়া সত্ত্বেও, আত্মরক্ষার জন্য আবশ্যক। জড়ভরতের ন্যায় উন্মত্ত, অন্ধ-বধির এবং বোবার মত এমনভাবে থাকা উচিত যে, জেনেও যেন কিছুই জানেন না, শুনেও না শোনার ভান করবেন, দেখেও দেখবেন না। গুপ্তভাবেই ভজন করার বিধান, তবেই সাধক প্রকৃতি পুরুষের জুয়াতে বিজয়ী হন। আমি বিজয়ীগণের বিজয় এবং ব্যবসায়িগণের নিশ্চয (যা' দ্বিতীয় অধ্যায়ের একচল্লিশ শ্লোকে বলেছেন। এই যোগে নিশ্চযাত্মক ক্রিয়া, বুদ্ধি ও দিক্ একটাই, এইরূপ) ক্রিয়াত্মক বুদ্ধি আমি। সাত্ত্বিক পুরুষগণের ওজঃ এবং তেজ আমি।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ।। ৩৭।।

আমি বৃষ্ণীবংশে বাসুদেব অর্থাৎ সর্বত্র যিনি বাস করেন সেই দেব আমি। পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়। পুণ্যই পাণ্ডু এবং আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি।

পুণ্যদ্বারা প্রেরিত হয়ে আত্মিক সম্পত্তি যিনি সংগ্রহ করেন আমি সেই ধনঞ্জয়। মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস। পরমতত্ত্বকে ব্যক্ত করার ক্ষমতা যাঁর মধ্যে বিদ্যমান, সেই মুনি আমি। কবিদের মধ্যে 'উশনা' অর্থাৎ তাতে প্রবেশ প্রদান করেন যিনি, সেই কাব্যকার আমি।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্।। ৩৮।।

দমনকারীগণ মধ্যে দমন করার শক্তি আমি। জিগীষুগণের নীতি আমি। গোপনীয় ভাবসমূহের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানিগণ সাক্ষাৎ করে যে জ্ঞান লাভ করেন সেই জ্ঞান আমি।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।

ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।। ৩৯।।

অর্জুন! সর্বভূতের উৎপত্তির কারণও আমি; কারণ স্থাবর বা জঙ্গম এমন কোন বস্তু নেই, যা' আমা ব্যতীত সত্তাবান্ হতে পারে। আমি সর্বত্র ব্যাপ্ত। সকলেই আমারই সকাশ থেকে।

নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।

এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া।। ৪০।।

পরন্তপ অর্জুন! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নেই। আমি সংক্ষেপে এই সকল বিভূতির বর্ণনা করলাম, বস্তুতঃ সে সকল অনন্ত।

বর্তমান অধ্যায়ে সামান্য বিভূতির স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে, কারণ এর পরের অধ্যায়েই অর্জুন সে সমস্ত দেখতে চেয়েছেন। প্রত্যক্ষ দর্শনের পরই বিভূতিগুলির সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জানা যায়। বিচারধারা অবগত করানোর জন্য এর থেকেই সামান্য অর্থ দেওয়া হয়েছে।

যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংহশসম্ভবম্।। ৪১।।

যা' যা' ঐশ্বর্যযুক্ত, কান্তিযুক্ত এবং শক্তিযুক্ত বস্তু বিদ্যমান, তাদেব তাদেবকে তূমি আমার তেজের এক অংশমাত্র থেকে উৎপন্ন জান।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।৪২।।

অথবা অর্জুন! এত অধিক জানবার তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সম্পূর্ণ জগৎ এক অংশমাত্র দ্বারা ধারণ করে রয়েছি।

উপর্যুক্ত বিভূতিসমূহের বর্ণনার তাৎপর্য এই নয় যে, আপনি অথবা অর্জুন এই সমস্ত বস্তুর পূজা করবেন; বরং শ্রীকৃষ্ণের বলবার অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত দিক্ থেকে শ্রদ্ধা কুড়িয়ে কেবল সেই অবিনাশী পরমাত্মায় স্থির করুন। এইটুকুতেই তাঁর কর্তব্য পূর্ণ হবে।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অর্জুন! আমি পুনরায় তোমাকে উপদেশ দান করব; কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। পূর্বে বলেছেন, তবুও আবার বলছেন; কারণ সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শ্রবণ করার প্রয়োজন থাকে। আমার উৎপত্তি সম্বন্ধে দেবতা অথবা মহর্ষিগণ কেউই জানেন না; কারণ তাঁদেরও আদিকারণ আমি। অব্যক্ত স্থিতির পরের সার্বভৌম অবস্থা সম্বন্ধে তিনিই জানেন, যিনি সেই স্থিতি লাভ করেছেন। যিনি আমাকে অজন্মা, অনাদি এবং সমস্তলোকের মহান্ ঈশ্বরকে যথার্থ জানেন, তিনিই জ্ঞানী।

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমূঢ়তা, ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন, মনের শমন, সন্তোষ, তপস্যা, দান এবং কীর্তির ভাব অর্থাৎ দৈবী সম্পদের উক্ত লক্ষণ আমারই কৃপা। সাতজন মহর্ষি অর্থাৎ যোগের সাতটি ভূমিকা এরও পূর্বেকার তদনুরূপ অন্তঃকরণ চতুষ্টয় এবং এর অনুকূল মন, যা' স্বয়ম্ভু, স্বয়ং রচয়িতা-এই সমস্ত আমাতে ভাবযুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত এবং শ্রদ্ধাযুক্ত, সংসারের সমস্ত প্রজা যাঁদের, এরা সকলেই আমা থেকেই উৎপন্ন অর্থাৎ সাধনাময়ী প্রবৃত্তিগুলিই আমার প্রজা। এদের উৎপত্তি স্বতঃ না, গুরুর মাধ্যমে হয়। যিনি উপর্যুক্ত আমার বিভূতিসমূহকে সাক্ষাৎ জেনে নেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমাতে একীভূত হন।

অর্জুন! 'আমিই সকলের উৎপত্তির কারণ'-এইরূপ যাঁরা শ্রদ্ধাপূর্বক অবগত হন, তাঁরা অনন্যভাবে আমার চিন্তন করেন, নিরন্তর আমাতে মন, বুদ্ধি এবং প্রাণপণে নিযুক্ত হন, পরস্পর আমার গুণচিন্তন এবং আমাতে রমণ করেন। নিরন্তর আমাতে সংযুক্ত সেই পুরুষগণকে আমি যোগে প্রবেশের বুদ্ধি প্রদান করি। সেটাও আমারই কৃপা। বুদ্ধিযোগ কিরূপে প্রদান করেন ? তো অর্জুন! **'আত্মভাবস্থ'**-তাঁদের আত্মাতে জাগ্রত হয়ে, তাঁদের হৃদয়ের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে জ্ঞানরূপ প্রদীপদ্বারা নষ্ট করি।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভগবন্! আপনি পরম পবিত্র, সনাতন, দিব্য, অনাদি এবং সর্বত্র ব্যাপ্ত—এইরূপ মহর্ষিগণ বলে থাকেন এবং বর্তমানে দেবর্ষি নারদ, দেবল, ব্যাস এবং আপনিও সেই এক কথাই বলছেন। এ কথা সত্য যে, আপনাকে দেবতাগণ বা দানবগণ কেউই জানে না। স্বয়ং আপনি যাঁকে জানিয়ে দেন, তিনিই জানতে পারেন। আপনার অনন্ত বিভূতির কথা আপনিই বলতে সমর্থ। অতএব জনার্দন! আপনি আপনার বিভূতিসমূহের সম্বন্ধে সবিস্তারে বলুন। সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইষ্টের নিকট থেকে শ্রবণ করার উৎকণ্ঠা থাকা উচিত। ইষ্টের অন্তরালে কি আছে, তা' সাধক কি করে জানবে।

এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এক-এক করে নিজের একাশিটি প্রমুখ বিভূতির লক্ষণ সংক্ষেপে বললেন—যোগসাধনে প্রবৃত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত কিছু অন্তরঙ্গ বিভূতির বর্ণনা তারমধ্যে করা হয়েছে এবং বাকী ঋদ্ধি-সিদ্ধির সঙ্গে যে-যে বিভূতি লাভ হয়, সেই-সেই বিভূতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং শেষে তিনি জোর দিয়ে বললেন— অর্জুন! এত অধিক জানবার তোমার কি প্রয়োজন? এই সংসারে যা কিছু তেজ এবং ঐশ্বর্যযুক্ত বস্তু আছে, সেই সমস্তই আমার তেজের অংশমাত্রে স্থিত। বস্তুতঃ আমার বিভূতি অনন্ত। এইরূপ বলে যোগেশ্বর বর্তমান অধ্যায় এখানেই সম্পূর্ণ করলেন।

বর্তমান অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিভূতিগুলির সম্বন্ধে বৌদ্ধিক জ্ঞানমাত্র দিয়েছেন, যাতে অর্জুনের শ্রদ্ধা সমস্তদিক্ থেকে সরে এক ইষ্টে স্থির হয়; কিন্তু বন্ধুগণ! সবটা শোনার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করার পরেও সেই পথে চলে সে সম্বন্ধে জানা বাকী থাকে। এইপথ ক্রিয়াত্মক।

সম্পূর্ণ অধ্যায়ে যোগেশ্বরের বিভূতিসকলেরই বর্ণনা আছে। অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'বিভূতিবর্ণনম্' নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।।১০।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যাতথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'বিভূতি বর্ণন' নামক দশম অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থ গীতা' ভাষ্যে 'বিভূতিবর্ণনম্' নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ।।১০।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'বিভূতি বর্ণন' নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।